তারিখ ... 5 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

রমজানে ঢাবির ক্যান্টিনে খাবারের দাম দ্বিগুণ

দাম দ্বিগুণ রাখা হলেও খাবারের মান বাড়েনি বলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। এ ব্যাপারে হল প্রশাসন এবং ছাত্রনেতাদের কোনো পদক্ষেপ না থাকায় শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন

■ কবির কানন

রমজান মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলের ক্যান্টিনগুলোতে অন্য সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ দাম রাখা হচ্ছে। দাম দ্বিগুণ রাখা সত্ত্বেও খাবারের মান বাড়েনি বলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। এ ব্যাপারে হল প্রশাসন এবং ছাত্রনেতাদের কোনো পদক্ষেপ না থাকায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯টা হলের মধ্যে সরেজমিনে ১৩টি হল ঘুরে দেখা গেছে, অন্য সময় খাবারের ক্যান্টিনে যে দাম রাখা হয়, রমজান মাসে সেসব খাবারের দাম দিগুণ। এছাড়া হলগুলোতে একই খাবারের ভিন্ন ভিন্ন দাম রাখা হচ্ছে। দুই-একটি হল ছাড়া ক্যান্টিন মালিকরা খাবারের দাম বাড়াতে হল প্রশাসনের কোনো অনুমতি নেয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে অন্য সময়ে ভাতসহ মাছের দাম রাখ হয় ৩০টাকা, গরুর মাংস ৪০ এবং মুরগির মাংসের দাম ৩৫ টাকা রাখা হয়। কিন্তু রমজান মাসে প্রত্যেকটি খাবারের দাম দ্বিগুণ করা হয়েছে। এখন খাবারগুলোর দাম রাখছে ৫০ থেকে ৭০ টাকা। হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই হলটাতে খাবারের সবথেকে বেশি দাম রাখা হয় অথচ খাবারের মান সবথেকে নিম্ন। রমজান মাসে বেশি দাম রাখার বিষয়ে ক্যান্টিন ম্যানেজার আব্দুল বাতেন বলেন, অন্য সময়ে আমরা কম দামের চাউল খেতে দিলেও এখন মিনিকেট চাউল দিচ্ছি। তাছাড়া মাছ, মাংসের দাম বেশি থাকায় তারা দাম বেশি রাখছেন বলে জানান। খাবারের বেশি দাম সম্পর্কে হল প্রশাসনকে অবহিত করলে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক নিজামুল হক ভূইয়া বলেন, এসব নিয়ে আর পারা যায় না। আমি খোঁজ নিচ্ছি। খাবারের দামের বিষয়ে আমি আবাসিক শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলব।

ক্যান্টিনটিতে হল শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি সরকার জহির রায়হান ও সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান সানী সবাইকে টোকেন দিয়ে খাবার খেতে নির্দেশ দিয়ে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। কিন্তু খাবারে দামের বিষয়ে কোনো কিছু বলেননি। খাবারের দাম বেশি রাখা হচ্ছে বিষয়টি সরকার জহির রায়হানকে অবহিত করলে তিনি অন্য হলগুলোতে কেমন দাম সেটা জিজ্ঞাসা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার দ্য সূর্যসেন হলে উক্ত খাবারগুলোর দাম রাখা হচ্ছে ৫০ থেকে ৬৫ টাকা। এই হলেও প্রশাসনের কোনো নজরদারি নেই। হলটিতে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবিদ আল হাসান থাকেন। কয়েক মাস আগে তিনি হলগুলোতে খাবারের মান বাড়ানো নিয়ে এই হলসহ কয়েকটি হলে শিক্ষার্থী, ক্যান্টিনমালিক ও হল প্রশাসনদের নিয়ে সভা করেছিলেন। কিন্তু তার হলটিতেই খাবারের দাম বেশি রাখা হলেও তার কোনো পদক্ষেপ নেই। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, হলগুলোতে খাবারের দাম বেশি রাখা হচ্ছে আমার কাছে অভিযোগ আসছে। আমি আমার হলটা দিয়ে এই বিষয়ে কাজ করা শুরু করব।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয় একাত্তর হল, সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, কবি জসিম উদদীন হলসহ বিজ্ঞান অনুষদের ফজলুল হক মুসলিম হল, অমর একুশে হলে প্রাধ্যক্ষরা খাবারের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এইসব হলে খাবারের দাম রাখা হচ্ছে ৪০-৬০টাকা। হল প্রশাসন দাম নির্ধারণ করলেও এই দামও বেশি শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন'। মেয়েদের রোকেয়া হল, সুফিয়া কামাল, কুয়েত মৈত্রী এবং বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হলগুলোতে পূর্বের দামই রাখা হচ্ছে। পূর্বে মেয়েদের হলে ভাতসহ মুরগির মাংস ৩৫ টাকা, গরুর মাংস ৫০ টাকা, মাছ ৩০ টাকা রাখা হতো।

ছাত্রনেতাদের বক্তব্য: ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ আল হাসান বলেন, আমরা খোঁজ খবর নিয়ে খাবারের দামের সঙ্গে যেনো মানের সমন্বয় থাকে তার জন্য হল প্রশাসন, ক্যান্টিন মালিকদের সঙ্গে কথা বলব। ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি তুহিন কান্তি দাস বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনের খাবারের মান এবং দাম নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
প্রশাসনিক
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর